119

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... APR. 2 3 1999 ..
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫ ...

বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে

এনজিওগুলোর আবেদনে অনিয়ম

তদন্তে কমিটি গঠন

ইলিয়াস খান

বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও এনজিওদের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাছাইয়ে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ইতোমধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

আগামী ২০০৫ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন গ্রাম ও মহল্লায় প্রয়োজনবোধে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য প্রতিষ্ঠিত ও নিবন্ধনকৃত বেসরকারী সংস্থা, কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থা (সিবিও) এবং প্রাইভেট ভলান্টারি সংস্থার (পিভিও) কাছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ দরখাস্ত আহ্বান করে। এ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার এককালীন অনুদান প্রদান করবে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অন্যান্য যাবতীয় ব্যয় উদ্যোগী সংস্থাকে বহন করতে হবে। সূত্র জানায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের এক উপ-সচিব এবং এক পরিচালক এই এনজিও নির্বাচনে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। ১৯৯৯ সালের এনজিও বিদ্যালয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হলে ১১৮টি দরখাস্ত জমা পড়ে। প্রাথমিকভাবে ৫৫টি এনজিও বাছাই করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে হঠাৎ করে ৫৫টির স্থলে ৬১টি এনজিও তালিকাভুক্ত করা হয়। জানা গেছে, এ ৬টি এনজিও অন্তর্ভুক্ত হয় নানান অপকৌশলের মাধ্যমে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, ডিপিইও এবং টিইওদের জাল স্বাক্ষর করে ভুয়া কাগজপত্র দাখিল করে অনেক এনজিও তালিকাভুক্ত হয়েছে। এমনকি ১৯৯৮ সালে ভুয়া কাগজপত্র দাখিল করে ধরা পড়ার পরও এই এনজিওর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তো নেয়া হয়নি বরং ১৯৯৯ সালের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূল কথা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অন্য কোন শর্ত নয় পছন্দের বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছে। এ কারণেই সুকৌশলে অপছন্দের এনজিওগুলোকে বাদ দেয়ার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহটি বেছে নেয়া হয়। দুই মাস আগ থেকে পৌরসভা নির্বাচনের কারণে ২৩, ২৪, ২৫ ফেব্রুয়ারি বিরোধী দলের হরতাল ছিল। অথচ সে সময় লোকজন যাতে এসে খবর না দিতে পারে, ডাকে যাতে পত্র যেতে না পারে সেজন্য ২৩, ২৪, ২৫ হরতালের পর ২৬, ২৭ শুক্রবার ও শনিবার মিলিয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি এনজিওগুলোকে পরিদর্শন ফরম জমা দেয়ার জন্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়। ফলে অনেক এনজিও পরিদর্শন ফরমই জমা দিতে পারেনি।